যায়যায়দিন

তারিখ 29 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলো আধুনিকায়ন জরুরি

ছাত্রজীবনই শিক্ষার্থীর সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় পড়ালেখার পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মেধার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা তৈরি হবে। বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতাটা বিশ্বজনীন। মেধার লড়াইয়ে শহর আর গ্রামের কোনো পার্থক্য নেই। বসে থাকার সময় একেবারেই নেই। ক্যাম্পাসে বড় বড় কাজের ব্যাপক পরিকল্পনা থাকলেও অপূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার পূর্ণাঙ্গ করা ও বই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রশাসনের নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার নিয়ে লিখেছেন **মাহিদুল ইসলাম মাহি**

ছাত্রজীবনই শিক্ষার্থীর সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় পড়ালেখার পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মেধার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা তৈরি হবে। বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতাটা বিশ্বজনীন। মেধার লড়াইয়ে শহর আর গ্রামের কোনো পার্থক্য নেই। বসে থাকার সময় একেবারেই নেই। দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষার্থীরা চায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। কিন্তু স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদাসীনতায় থমকে যায় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের প্রয়াস। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য সরবরাহকৃত সুযোগ-সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল। গবেষণা খাতে বরাদ্দ নেই বললেই চলে। শিক্ষা খাতের বরাদ্দ চোখে পড়ার মতো নয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির অবস্থা ভয়াবহ। গ্রন্থাগার নানা সমস্যার মধ্যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ভরসাস্থল এ প্রতিষ্ঠান বই, লোকবল, আসন, প্রযুক্তিসহ নানা সঙ্কটে জর্জরিত। প্রতি ১১০ শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে আসন বরাদ্দ। ক্যাম্পাসে বড় বড় কাজের ব্যাপক পরিকল্পনা থাকলেও অপূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার পূর্ণাঙ্গ করা ও বই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রশাসনের নেই। বই কাটা, হারিয়ে ফেলা, জমা না দেয়া, চুরি করা প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর আইন না থাকায় সেবার যেটুকু উপকরণ আছে তাও আবার অসাধু শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার কারণে বন্ধ হওয়ার পথে। ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আল বেরুনী হলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্মাণ করা হয়। পরে শিক্ষার্থী বেড়ে যাওয়ায় ১৯৭৯ সালে তিনতলাবিশিষ্ট এক লাখ বর্গফুট আয়তনের ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সে সময় ৫৫ হাজার বর্গফুটের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং বাকি ৪৫ হাজার বর্গফুটের কাজ গত ৩২ বছরেও সম্পন্ন করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। মূল ভবনের পাশে আরেকটি ভবনের ভিত্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে ২০ বছর ধরে। গ্রন্থাগারের কর্মকর্তারা জানান, ৪-৫টি আলাদা বিভাগের কাজ আমরা ছোট একটি রুমে করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে ১৫ হাজারের ও বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। গ্রন্থাগারে বসার জন্য রয়েছে মাত্র ১৩৬টি আসন। হিসাবে দেখা যায়, প্রতি ১১০ শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে আসন বরাদ্দ। প্রতিদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সরগরমে পড়ার পরিবেশ থাকে না বললেই চলে। রেফারেন্স পত্রপত্রিকা এবং জার্নাল মিলে মোট ১ লাখ ১৭ হাজার বই রয়েছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এ টি এম আতিকুর রহমান বলেন, অব্যবস্থাপনায় ভরপুর আমির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। আসন সংখ্যা সীমিত, নেই শিক্ষকদের বসার জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা। প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে এবং প্রশাসনের নজরদারির অভাবে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তাও পুরোটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এদিকে সিলেবাসভিত্তিক বই না কেনায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের। বইয়ের দাম খুব বেশি হওয়ায় কিনে পড়া তাদের জন্য দুঃসাধ্য। অনেক শিক্ষার্থী আবার শিক্ষকের নাম ভাঙিয়ে বই ইস্যু করে পরে তা আর ফেরত দেন না। অধিকাংশ বইয়ের পৃষ্ঠা বা ছবি থাকে কাটাছেঁড়া। বই কাটা ও জমা না দেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর আইন না থাকায় এ প্রবণতা অনেক বেশি। কিছু শিক্ষার্থী লাইব্রেরি ত্যাগের সময় খাতাপত্র দিয়ে পরের দিনের জন্য সিট দখল করে রাখে। ফলে সকালবেলা এসেও খালি জায়গা পাওয়া যায় না। এ ছাড়া লাইব্রেরিতে নেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ চলে গেলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে যে একটি আইপিএস আছে তাও বিকল। আসন সংখ্যার তীব্র সঙ্কটের কারণে অনেক শিক্ষার্থী লাইব্রেরিতে গিয়ে ফিরে আসে। অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। এ ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষকে বারবার বলেও কোনো লাভ হয়নি। লাইব্রেরির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর্কাইভস সংরক্ষণ। পর্যাপ্ত আসবাবপত্র না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য ধুলা-বালি দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথিপত্র অযত্নে-অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরির ক্যাটালগ সিস্টেমও বেশ জটিল। দুটি কম্পিউটারের মাধ্যমে ক্যাটালগ সিস্টেম চালু থাকলেও এর কার্যকারিতা নিয়েও রয়েছে যথেষ্ট প্রশ্ন। অনেক ক্যাটালগ হারিয়েছে কিংবা ছিঁড়ে গেছে। তাই বইও পাওয়া যায় না অনেক সময়। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটির যাত্রা শুরু। ভবনের নিচতলায় ১২০০ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি কক্ষে তখন এর বই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০টি। পরে ১৯৬৮ সালে বর্তমান প্রশাসনিক ভবনের (মল্লিক ভবন) দক্ষিণ পার্শ্বে মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের ওপর ১৪ হাজার বই নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠা হয়। এর কিছু সময় পর অস্থায়ী গ্রন্থাগারকে বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে কিছুদিনের জন্য গ্রন্থাগারটি বর্তমান প্রশাসনিক ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বর্তমানে ৫৬ হাজার ৭০০ বর্গফুট পরিমিত গ্রন্থাগারের অবস্থান হলো কলা অনুষদের দক্ষিণ পার্শ্বে চাকসু ভবনের পূর্ব পার্শ্বে ও দৃষ্টিনন্দন আইটি ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে।